অনুষ্ঠিত হলো এপিআরআইজিএফ সম্মেলন

এম. এ. হক অনু, জাপান থেকে ফিরে

এশিয়া প্যাসিফিক রিজিওনাল ইন্টারনেট গভর্ন্যান্স ফোরাম তথা এপিআরআইজিএফ ২০১২ সম্মেলন গত ১৮ থেকে ২০ জুলাই জাপানের টোকিওর অ্যায়োমা গাকাউইনি বিশ্ববিদ্যালয়ে অনুষ্ঠিত হয়। আন্তর্জাতিক ইন্টারনেট গভর্ন্যান্স ফোরামের আঞ্চলিক এই সংগঠনের বার্ষিক সম্মেলনে ভবিষ্যৎ ইন্টারনেট প্রযুক্তি কোথায় যাবে, ক্লাউড কম্পিউটিং, আইপিভি৪/৬সহ ইন্টারনেট প্রযুক্তির নানা বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা ও সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়। এ ছাড়া এ অঞ্চলের ইন্টারনেট গভর্ন্যান্স ফোরামগুলোর কার্যক্রম তুলে ধরা হয়।

বাংলাদেশ থেকে এ সম্মেলনে ডাক ও টেলিযোগাযোগ মন্ত্রণালয়ের সংসদীয় স্থায়ী কমিটির সভাপতি হাসানুল হক ইনু এবং বাংলাদেশ ইন্টারনেট গভর্ন্যান্স ফোরামের সেক্রেটারি জেনারেল হিসেবে এই লেখক অংশ নেন। এ সম্মেলন সংক্রান্তবিস্তারিত তথ্য পাওয়া যাবে http://2012.rigf.asia/agenda সাইটে।

এশিয়া প্যাসিফিক রিজিওনাল ইন্টারনেট গভর্ন্যান্স ফোরাম সম্মেলনে বিশ্বের বিভিন্ন দেশ থেকে প্রায় ৩০০ প্রতিনিধি অংশ নেন। ১৯ জুলাই সম্মেলনে ৯টি বিষয়ের ওপর বিস্তারিত আলোচনা হয়। সকালে অনুষ্ঠিত হয় গ্লোবাল ক্লাউড কম্পিউটিং এবং এর চ্যালেঞ্জের ওপর আলোচনা। ওই সভায় গুগল এবং ফেসবুকের একক আধিপত্যের জন্য বেশ বিতর্কের সৃষ্টি হয়। কফি বিরতির পর অনুষ্ঠিত হয় দ্য ফিউচার অব ইন্টারনেট : হয়ার উই গো? অ্যান্ড হাউ?, ইন্টারনেট ফর এশিয়া এবং ইন্টারনেট হিস্ট্রি সেশনে জাপান বিশ্ববিদ্যালয়ের দু'জন অধ্যাপক প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন। দুপুরের খাবারের পর অনুষ্ঠিত হয় ইন্টারনেট গভর্ন্যান্স ফর ডেভেলপমেন্ট, ইন্টারনেট ইকোসিস্টেম এবং আইজিএফ জাপান রিস্ক ম্যানেজমেন্ট ইন দ্য এরা অব ক্লাউড কম্পিউটিং সেশন। কফি বিরতির পর হয় ল' ইনফোর্সমেন্ট অন দ্য ইন্টারনেট সেশন। সব শেষে অনুষ্ঠিত হয় ইয়ুথ ইন্টারনেট গভর্ন্যান্স সেশন। এদিন এশিয়ার ইন্টারনেট সম্পর্কিত বিভিন্ন বিষয়ের ওপর আলোচনা হয়। যেমন : চীন সরকার ইন্টারনেট ব্যবহারের ওপর বেশ মনিটরিং করে। ইন্টারনেট কনটেন্টের ওপর পশ্চিমা বিশ্বের দেশগুলোর আধিপত্য বেশ জোরালো, যা কি না এশিয়ার জন্য বেশ হুমকি। সেশনগুলোতে এশিয়ার বিভিন্ন দেশের ডাটা নিরাপত্তার আইন নিয়েও আলোচনা হয়।

এশিয়া প্যাসিফিক রিজিওনাল ইন্টারনেট গভর্ন্যান্স ফোরাম তথা এপিআরআইজিএফ ২০১২ সম্মেলন শেষ হয় গত ২০ জুলাই। এদিন সম্মেলনে ৮টি বিষয়ের ওপর আলোচনা হয়। সকালে অনুষ্ঠিত হয় ক্রিটিক্যাল ইন্টারনেট রিসোর্স : আইপিভি৪/৬ বিষয়ের ওপর সেশন। কফি বিরতির পর অনুষ্ঠিত হয় ইন্টারন্যাশনাল পাবলিক পলিসি অ্যান্ড ইন্টারনেট গভর্ন্যান্স ইস্যু পারটেইনিং টু দ্য ইন্টারনেট সেশন। এই সেশনের সঞ্চালক ছিলেন কনজ্যুমার্স ইন্টারন্যাশনালের জেরিমি ম্যালকম। স্পিকার ছিলেন বাংলাদেশের ডাক ও টেলিযোগাযোগ মন্ত্রণালয়ের সংসদীয় স্থায়ী কমিটির সভাপতি হাসানুল হক ইনু, গ্লোবাল আইসিটি স্ট্র্যাটেজি ব্যুরোর ডিরেক্টর ফর ইন্টারন্যাশনাল পলিসি কো-অর্ডিনেটর আতসুশি উইমিনু, ভারতের সেন্টার ফর ইন্টারনেট অ্যান্ড সোসাইটির সুনীল অব্রাহাম এবং ইন্টারনেট নিউজিল্যান্ডের ইন্টারন্যাশনাল ডিরেক্টর কিথ ডেভিডসন।

হাসানুল হক ইনু বলেন, আইকানের মতো গড়ে ওঠা সংস্থা একটি দেশের (ইউএস) নিয়ন্ত্রণে থাকাটা আত্মঘাতী। তাই ইন্টারনেট বিকাশে গড়ে ওঠা সবরকম সংস্থা, বেসরকারি সংস্থা, সরকার ও আন্তঃদেশীয় সংস্থা কারো অধীনে করার প্রচেষ্টা ইন্টারনেট শিল্পকে স্তব্ধ করে দেবে। বরং তা সরকারি এবং বেসরকারি উদ্যোগে যৌথভাবে করা উচিত। এতে ইন্টারনেট সহজলভ্য হবে। সেই সাথে ব্যক্তি ও সরকারের নিরাপত্তার জন্য সুনির্দিষ্ট কাজ নির্ধারণ করা উচিত।

মধ্যাহ্নভোজের পর সম্মেলনের শেষ দিনে একই সময় তিনটি কক্ষে তিনটি সেশন অনুষ্ঠিত হয়। বিষয় তিনটি হচ্ছে : প্রটেকশন অব চিলড্রেন ফ্রম সাইবারক্রাইমস অন দ্য ইন্টারনেট, সাইবার সিকিউরিটি চ্যালেঞ্জেস অ্যান্ড সলিউশন ফর এশিয়া এবং সিভিল সোসাইটি ইন ইন্টারনেট গভর্ন্যান্স/পলিসিমেকিং।

কফি বিরতির পর অনুষ্ঠিত হয় 'ন্যাশনাল অ্যান্ড রিজিওন্যাল আইজিএফ অ্যাক্টিভিটিজ আপডেটস' শীর্ষক প্ল্যানারি সেশন। এ সেশনে বাংলাদেশ আইজিএফ সম্পর্কে প্যানালিস্ট হিসেবে বক্তব্য রাখেন বাংলাদেশ প্রতিনিধি দলের নেতা হাসানুল হক ইনু।

এরপর সমাপনী অনুষ্ঠানে জানানো হয়, আগামী বছর এপিআরআইজিএফ দক্ষিণ কোরিয়ায় অনুষ্ঠিত হবে। এ বছর ৬ থেকে ৯ নভেম্বর আজারবাইজানের রাজধানী বাকুতে জাতিসংঘের ৭ম ইন্টারনেট গভর্ন্যান্স ফোরাম তথা আইজিএফ সম্মেলন ২০১২ অনুষ্ঠিত হবে।

এদিকে এ সম্মেলনে যেখানে বিশ্ববাসীর দাবী উচ্চারিত হয়েছে ইন্টারনেটের নিয়ন্ত্রণ জাতিসংঘের হাতে দেয়া হোক, তখন সম্মেলনের পরপর খবর বেরিয়েছে, ইন্টারনেটের নিয়ন্ত্রণ ছাড়বে না যুক্তরাষ্ট্র। খবরে প্রকাশ, জাতিসংঘের কাছে ইন্টারনেটের নিয়ন্ত্রণ হস্তান্তরের চেষ্টা করা হলে তা প্রতিহত করবে যুক্তরাষ্ট্র। বর্তমানে যুক্তরাষ্ট্রের কিছু অলাভজনক সংস্থা ইন্টারনেটের কারিগরি দিক এবং ডোমেইন নেম সিস্টেম তদারকি করে। সংস্থাগুলো মার্কিন সরকারের আওতায় থেকে এই তদারকি করছে।

গুঞ্জন উঠেছে, চলতি বছরের ডিসেম্বরে একটি আন্তর্জাতিক সম্মেলনে বিশ্বের অনেক দেশ ইন্টারনেটের নিয়ন্ত্রণ জাতিসংঘের কাছে হস্তান্তরের জন্য যুক্তরাষ্ট্রের ওপর চাপ প্রয়োগ করবে। জাতিসংঘের সংস্থা আন্তর্জাতিক টেলিকমিউনিকেশন ইউনিয়ন তথা আইটিইউ আগামী ৩ থেকে ১৪ ডিসেম্বর সময় পরিধিতে দুবাইয়ে আয়োজন করবে 'আন্তর্জাতিক টেলিযোগাযোগ সম্মেলন ২০১২'। সম্মেলনে ১৭৮টি দেশকে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে।

সম্মেলনে বক্তব্য রাখছেন হাসানুল হক ইনু

দুবাইয়ে ওই সম্মেলনের জন্য নিযুক্ত যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিনিধি টেরি ক্রেমারএক বিবৃতিতে বলেছেন, ইন্টারনেটের বর্তমান নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা বদলানোর বিভিন্ন দেশের পক্ষ থেকে প্রস্তাব তোলা হচ্ছে। এটি করা হলে ইন্টারনেটের জগতে অরাজকতা সৃষ্টি হবে।

সবশেষে আরেকটি বিষয়ের উল্লেখ করে এ লেখার ইতি টানতে চাই। এ সম্মেলনে যোগ দেয়ার সময় ১৯ জুলাই এপিআরআইজিএফ সম্মেলনের সম্পূর্ণ বাইরে আমি জাপানে টোকিওস্থ গুগল অফিসে তাদের আমন্ত্রণে একটি স্পিকার ডিনারে যোগ দিই। সেখানে ইন্টারনেট সম্পর্কিত আন্তর্জাতিক পাবলিক পলিসি ও ইন্টারনেট গভর্ন্যান্স বিষয়ে এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। এতে অংশ নিয়ে আমি বলি, বাংলাদেশ ইন্টারনেট গভর্ন্যান্স ফোরাম চায় ইন্টারনেট গভর্ন্যান্সের নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা যুক্তরাষ্ট্রের হাত থেকে জাতিসংঘের হাতে হস্তান্তর হোক।